দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR 16 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষা শেষ ॥ আসিতেছে এইচএসসি ॥ নকল প্রতিরোধে প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন

রেজানুর রহমান ॥ গতকাল (বুধবার) শেষ হইয়াছে ৫টি বোর্ডের ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষা। এইবারের পরীক্ষা নানা কারণে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পরীক্ষার প্রথম দিনে কলারোয়ায় ভীড়ের চাপে পাঁচজন নিহত হয়। স্বল্পসময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১২টি কার্যদিবসে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতিবারের মত এইবারও পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকলের ঘটনা ঘটিয়াছে। কোথাও কোথাও সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও অভিভাবকরা পর্যন্ত নকল সরবরাহ করিতে গিয়া হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছেন। পরীক্ষার শেষ দিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে নকলের বিরুদ্ধে ঘৃণা উচ্চারিত হইয়াছে। কোথাও বসিয়াছিল নকলের হাট, আবার কোথাও কোথাও নকল প্রতিরোধের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল বাহির হইয়াছে।

গতকাল পরীক্ষাশেষে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বোর্ড কর্মকর্তারা বলিয়াছেন পরীক্ষায় অনায়াসেই নকল প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে এই ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে প্রতিরোধের কর্মসূচীই হইল আসল।

২রা মার্চ ৫টি শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হইয়াছিল। মধ্যখানে শুধু একটি শুক্রবারবাদে পাশাপাশি ১২টি কার্যদিবসে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে। বোর্ডের পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহা নূতন ঘটনা। পরীক্ষা শুরুর দিন ইংরেজী প্রথম পত্রের পরীক্ষা চলাকালে সাতক্ষিরার কলারোয়ার ঘটনায় মোট পাঁচজন নিহত হয়। ঐ দিন কুমিল্লায় এক স্কুল কর্মচারী নকলের জন্য গেট না

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এসএসসি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

খোলায় ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। এই ঘটনা দেশবাসীকে হতবাক করিয়াছে। পরীক্ষা শুরুর দিনই ৫টি বোর্ডে ৬ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকল সরবরাহ করার অপরাধে ঐদিনই সারাদেশে ২০ জন শিক্ষক বহিষ্কৃত হইয়াছেন। গতকাল পরীক্ষা শেষের দিনে খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে ৫টি বোর্ড মিলাইয়া প্রায় ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নকলের দায়ে বহিষ্কার হইয়াছেন। পরীক্ষায় নকলের সুযোগ পাওয়া যাইবে না এই ভয়ে কমপক্ষে ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী মাঝখানে পরীক্ষা বিরতি দিয়াছে। হিসাব মতে এইবার নকলের ভয়ে এবং নকলের দায়ে অভিযুক্ত প্রায় ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নকল সরবরাহের দায়ে বহিষ্কৃত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৭০ ছাড়াইয়া গিয়াছে।

এসএসসি শেষ হইল। এপ্রিলে শুরু হইবে এইচএসসি পরীক্ষা। এই পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন বোর্ড ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, প্রতি বৎসরই পরীক্ষা শুরুর আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মধ্যে অলিখিত সমঝোতা গড়িয়া তোলা হয়। এক স্কুলের শিক্ষক অন্য স্কুলের শিক্ষকের সহিত অলিখিত চুক্তিতে বন্ধুত্ব গড়িয়া তোলেন। আপনারা আমাদের নকল ধরিবেন না আমরাও আপনাদের নকল ধরিব না–এই চুক্তিতে কোথাও কোথাও চলে পরীক্ষা কর্মকান্ড। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিলেবাস সম্পন্ন না করিতে পারার কারণে শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষায় নকলের সুযোগ করিয়া দেন। তবে গায়ের জোরে, প্রভাবশালী ব্যক্তির সন্তান অথবা আত্মীয়-স্বজনের পরিচয়ে অথবা ছাত্রসংগঠনের দাপট দেখাইয়া অনেকেই পরীক্ষায় নকল করিয়া থাকেন। অভিজ্ঞমহলের মতে, পরীক্ষায় নকল করা যদি একটি অপরাধ হয় তাহা হইলে এই অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান থাকা উচিত। চোরের মত নকলবাজদের ছবিও পত্র-পত্রিকায় ছাপা হওয়া উচিত। অর্থাৎ নকলবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে তীব্র ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করা গেলে নকল প্রবণতা আপনা-আপনি কমিয়া যাইবে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান এ টি এম শরিফুল্লাহ বলেন, এইবার ঢাকা বোর্ডে তুলনামূলকভাবে নকল কম হইয়াছে। তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ধরন পাল্টাইয়া নকল প্রবণতা কমাইয়া আনার চেষ্টা করা হইতেছে। এইবার অংক পরীক্ষায় প্রশ্নের ধরন পাল্টাইয়া দেখা গিয়াছে, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যে পরীক্ষা দিয়াছে।